

ঘোষণা

আমি “তিন বঙ্গের তিন কবির (মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দ চক্রবর্তী) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ : একটি তুলনামূলক অন্বেষণ” শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে রূপায়িত হয়েছে। গবেষণা পত্রের কোন অংশই অন্য কোন উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি আমার স্বরিত ও মৌলিক।

তারিখ: 13.4.23

Falguni Mandal.

(ফাল্গুনী মণ্ডল)

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং

সূচক : ৭৩৪০১৩



Ref No. _____

Date: _____

Certificate

I, Certify that Smt. Falguni Mandal has prepared the thesis entitled "তিন বঙ্গের তিন কবি (মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দ চক্রবর্তী) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ : একটি তুলনামূলক অন্বেষণ" for the Award of Ph.D degree of the University of North Bengal under my guidance. She has carried out the work at the Department of Bengali, University of North Bengal.

Date : 13-04-2023

Manjula Bera

(Professor Dr. Manjula Bera)
Department of Bengali
University of North Bengal

Document Information

Analyzed document	Falguni Mandal _ Bengali.pdf (D163711871)
Submitted	2023-04-12 09:40:00
Submitted by	University of North Bengal
Submitter email	nbugig@nbu.ac.in
Similarity	0%
Analysis address	nbugig.nbu@analysis.arkund.com

Sources included in the report

W	URL: https://bbmku.ac.in/wp-content/uploads/2021/03/Bengali-Gen-Pass.pdf Fetched: 2021-11-18 06:03:35	2
W	URL: https://www.buruniv.ac.in/Downloads/Syllabus/Syllabus_MABENG_2020-2021.pdf Fetched: 2023-02-13 08:47:31	19
W	URL: http://www.lalgolacollege.org/syllabus/bngh.pdf Fetched: 2021-01-15 07:15:04	4
W	URL: https://fliphtml5.com/neaao/vhin/basic Fetched: 2022-04-10 08:48:56	1

Entire Document

উত্তরবঙ্গের বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীন উপগ্রহ চিত্র উপাধির জন দ গবেষণা অভিস ভা তিতন বে র তিতন কিবর মিনক দ ,
জি মধব ও মুকু চন্দ্রবতী) চীম ল কোব -দবী চীম /প একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন গবেষণা ফাটনী মল Registration No.
Ph.D/Beng (1288)/95/R-2021 তমাবধায়ক ফেসর ড মনুলা-বরা বাংলা বিভাগ উত্তরবঙ্গ বিদ্যালয় ট্রিল, ২০২৩
1 ভূমিকা আজকের বাংলা সাহিত্যের বয়স হাজার বছর। এই হাজার বছরে বাংলা সাহিত্যের র ভাষা ভি ভাব ও বিবেকের বিচিত্র বিদ্যার লণ।
দেখা পিষ্ট গবেষণার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি (ধান) যুগে বিভাজিত করেছেন -- ক. ৯০০ - ১২০০ খ্রীস্টাব্দ অথবা তুর্কী আঃ মেঘের
পূর্বসময়, খ. ১২০০ - ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ অথবা প্রায়শঃ ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ, গ. ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত।
অথবা অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ। (খেক বর্তমানসময় পর্যন্ত)। (চীম) যুগে বাংলা সাহিত্যের র বিচার (যে) দুশ বছরের বিশ হেলও। সেই সময়
পেঁবে বাংলা ভাষায় রচিত হইছিল ঠিক পদসংকলন। (যে) চরণগীতিকা নামে পরিচিত। এই পদসংকলনের রচনাকাল দশম। (খেক
চৌদশ শতক। এই (সে) বিশেষ ভাবে উৎসেখাগ দশম শতাব্দীরও পূর্ববর্তীকালের অ-বাংলা ভাষায় অথবা সংস্কৃত অথবা (োকৃত-অবহট)
ভাষায় সাহিত্য চর্চা। তুর্কী আঃ মগ। (খেক আর) কের অষ্টাদশ শতক অথবা মুসলমানশাসন কাল মধ্য যুগে নামে অভিহিত।
তুর্কী আঃ মেঘের পের। পরিগণক MAIN সংস্কৃতিরসে অনাষণ। লীকক সংস্কৃতিরসংক্রিমণ হইছিল। চরণপেদরপের সুদীর্ঘকাল বাংলা
ভাষায় কাব চর্চার। কান তিনদশশতাব্দীয়া যামিন। সবত চতুদশশতাব্দীর। শষ ঠিক অথবা পচৌদশ শতাব্দীর। গাড়ার ঠিক বড়চাঁদীদাস
নতুন ধারা। (বিষয়) বিচে মধ্য যুগের সাহিত্যের র বিচার কম নয়। (অনুবাদ) সাহিত্য, (ব) সাহিত্য, (মনসাম ল, চীম ল, ধর্মম ল, শিবায়ন,
নাথসাহিত্য, (অ) দাম ল, শা, পদাবলীর মত সাহিত্য ধারায় মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে ছিল সমুখ। মধ্য যুগের সাহিত্যে (নে) গবেষণা করে
যত্নবতই (Z) উৎস আজকের (দিন) দাঁড়িয়ে এই ধরণের গবেষণা কতিখান (সি) ক। আমোদর অনেকরই মেন একটা ধারণা বহু মূল হইছে।
মধ্য যুগের সাহিত্যে (স) আর এখন (ত) মন বলায় ঠিক ছাড়াই। (ক) মধ্য যুগের একজন পাঠক (হে) সেব আমার মেন হইছে এই ধরণের
চিত্রা ভাবনা ঠিক নয়। আসেল মধ্য যুগে (স) এ প ভাবনার কারণ হল -- মধ্য যুগের সাহিত্যে (ক) আমরা মূল (য়ন)

Falguni Mandal,
13.4.23

Manjula Bera
13/4/2023
Professor
Department of Bengali

মুখবন্ধ

আমার গবেষণার বিষয় “তিন বঙ্গের তিন কবির (মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দ চক্রবর্তী) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ : একটি তুলনামূলক অন্বেষণ।” মধ্যযুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আমার আগ্রহ দীর্ঘদিনের। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে স্নাতকোত্তরে পাঠরত অবস্থা থেকেই মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করার আগ্রহ তৈরি হয়। আর এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেন আমার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মঞ্জুলা বেরা। ম্যাডামের পরামর্শ মতোই একটু একটু করে মধ্যযুগের সাহিত্যে নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি। মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য শাখার পাশাপাশি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সম্পর্কেও পড়াশোনা শুরু করি। মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতে চাই জেনে ম্যাডাম আমাকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তিন বঙ্গের তিন কবি -- মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন। এই নিয়ে আমার নিজেরও খানিকটা আগ্রহ ছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত আমার তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ, উৎসাহে গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত পরিকল্পনা করা হয়। তাঁরই পরামর্শে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণার শিরোনাম স্থির করা হয়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তিন বঙ্গের তিন কবির চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখি দেবী চণ্ডী নিয়ে সেই অর্থে ব্যাপক কোনো কাজ হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি -- মানিক দত্ত, দ্বিজমাধব ও মুকুন্দ চক্রবর্তী সম্পর্কে বেশ কিছু গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগ থেকে শিবেন্দু মান্না “The cult of candi it’s development and socio ritual impact on the folk life with reference to West Bengal” এই শিরোনামে গবেষণা করেছেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে মিঠুন দত্তের “মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল: কাহিনী গ্রন্থনা ও চরিত্র নির্মাণ”,

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে বর্ণালী প্রামাণিকের “চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুই কবি-মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি : তুলনামূলক অধ্যয়ন” কিংবা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে অজয় কুমার দাসের “কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পুরাতন লোকশিল্প : সমাজ চিত্রের পর্যালোচনা” প্রভৃতি গবেষণা কর্মের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত গবেষণা কর্মে দেবী চণ্ডী প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হলেও তাতে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ অনুসন্ধান অনুপস্থিত। বিশেষ করে ভিন্ন ভিন্ন কবির ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ নির্মাণের অনুসন্ধান সেখানে একেবারেই অনুপস্থিত।

ফলে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ অন্বেষণের বিষয়ে গবেষণা করার উৎসাহ বোধ করি। আমার এই গবেষণায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারায় একদিকে যেমন -- মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দ চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত পরিচয়সহ কাব্যের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে; সেই সঙ্গে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ নির্মাণে যে স্বতন্ত্রতা, সেটিও অন্বেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য দেব-দেবীদের মতোই দেবী চণ্ডী এক বিরাট জায়গা জুড়ে রয়েছে। দেবী চণ্ডী কীভাবে কাব্য মধ্যে উঠে এলো, কীভাবে তাঁর বিবর্তন ঘটেছে, এর মূলে কোন্ আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পটভূমি রয়েছে তারও অন্বেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার এই গবেষণা অভিসন্ধর্ভ যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব হত না তাঁদের কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। প্রথমেই আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়কে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ম্যাডামের অকৃপণ সহযোগিতা না পেলে আমার গবেষণা কর্ম কিছুতেই সম্পূর্ণ করে উঠতে পারতাম না। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার RAC-র এক্সটার্নাল এক্সপার্ট রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ড. জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে, তাঁর মূল্যবান পরামর্শ আমার গবেষণা কর্মে আলাদা মাত্রা দান করেছে। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধানসহ বিভাগীয় অন্যান্য অধ্যাপক, বিভাগীয় শিক্ষাকর্মীর প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যার কথা না বললে আমার এই গবেষণা কর্মটি অসম্পূর্ণ থেকে যায় তিনি হলেন আমার পিতা স্বর্গীয় প্রবীর কুমার মন্ডল মহাশয়। তাঁর আশীর্বাদেই আমি এই কাজটি সুসম্পন্ন করতে পেরেছি। এছাড়া আমার

পথ চলার সঙ্গী শ্রী অমর রায় এবং অবন্তিকা রায়কে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যারা সবসময় আমার পাশে থেকে এই গবেষণা কর্ম করার উৎসাহ দান করেছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ঋণস্বীকার করছি গুগল সার্চ, শোধগঙ্গা-র। এসব প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যম থেকে নানা ভাবে সাহায্য পেয়েছি। আমার গবেষণা কর্মের মুদ্রণের কঠিন দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সহায়ক বন্ধুকে ধন্যবাদার্থ।

Falguni Mandal.

তারিখ : 13.4.23

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং - ৭৩৪০১৩

গবেষক

(ফাল্গুনী মণ্ডল)

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়